ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

ব্রাহ্মণপত্নীদের প্রতি অনুগ্রহ

গোপবালকদের অন্ন প্রার্থনার জন্য অনুপ্রাণিত করবার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীদের অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণ নিজেরাই অনুতপ্ত হয়েছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

গোপবালকেরা যখন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন, তখন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে খাদ্য প্রার্থনা করলেন এবং তিনি তাঁদের নিকটবর্তী স্থানে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রত কয়েকজন ব্রাহ্মণের কাছে কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করার জন্য প্রেরণ করলেন। কিন্তু সেই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ জ্ঞান করে বালকদের অবজ্ঞা করলেন। বালকেরা নিরাশ হয়ে কৃষ্ণের কাছে ফিরে এলেন, কিন্তু ভগবান তাঁদের পুনরায় সেই ব্রাহ্মণদের পত্নীগণের কাছে অন্ন প্রার্থনার উপদেশ দিয়ে প্রেরণ করলেন। সেই সকল স্ত্রীরা কৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণাবলীর কথা শ্রবণ করেছিলেন এবং তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। এভাবেই কৃষ্ণ কাছেই অবস্থান করছেন জানতে পেরে, তাঁরা সকলে চতুর্বিধ খাদ্যসামগ্রী নিয়ে অতি দ্রুত তাঁর কাছে গমন করলেন। এভাবেই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিজেদের নিবেদন করেছিলেন।

কৃষ্ণ সেই স্ত্রীদের বললেন যে, মন্দিরে তাঁর বিগ্রহরূপ দর্শন করে, তাঁর ধ্যান করে এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করে যে-কেউ তাঁর প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমের বিকাশ সাধন করতে পারে, কিন্তু কেবলমাত্র তাঁর শারীরিক উপস্থিতির দ্বারা কেউ সেই ফল লাভ করতে পারে না। তিনি তাঁদের উপদেশ দিলেন যে, তাঁরা যেহেতু গৃহবধূ, অতএব তাঁদের পতিদের যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সহায়তা করা তাঁদের নির্দিষ্ট কর্তব্য। তিনি তাই তাঁদেরকে গৃহে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন।

স্ত্রীগণ যখন গৃহে ফিরে গেলেন, তখন তাঁদের ব্রাহ্মণ পতিগণ অনুতপ্ত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন, "যারা কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষী, তাদের শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য—এই তিন জন্মই নিন্দনীয়। পক্ষান্তরে, এই স্ত্রীজাতিরা, যাঁরা কোনও ব্রহ্মণ্য সংস্কার গ্রহণ করেননি অথবা কোনও তপশ্চর্যা বা পবিত্র ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করেননি, কিন্তু কেবলমাত্র কৃষ্ণের প্রতি ভক্তির মাধ্যমে সহজেই মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন করেছেন।

"যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের প্রতিটি ইচ্ছাই পরিপূর্ণরূপে কার্যকর হয়, তাই তাঁর অন্ন প্রার্থনা আমাদের মতো ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুগ্রহ করবার আচরণ মাত্র। বৈদিক যজ্ঞের সমস্ত ফল এবং বাস্তবিকপক্ষে জগতের সমস্ত কিছুই তাঁর ঐশ্বর্যস্বরূপ, তবু অজ্ঞতাবশত আমরা এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি।"

এভাবেই বলে, ব্রাহ্মণগণ তাঁদের অপরাধ স্খালনের আশায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করলেন। কিন্তু রাজা কংসের ভয়ে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে ভগবানকে দর্শনের জন্য যেতে পারলেন না।

শ্লোক ১

শ্রীগোপা ঊচুঃ

রাম রাম মহাবাহো কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ ।
এষা বৈ বাধতে ক্ষুন্নস্তচ্ছান্তিং কর্তুমর্হথঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগোপাঃ ঊচুঃ—গোপবালকগণ বললেন; **রাম রাম**—হে শ্রীরাম, শ্রীরাম; **মহা-বাহো**—হে মহাবাহো; **কৃষ্ণ**—হে শ্রীকৃষ্ণ; **দুষ্ট**—দুষ্টের; **নিবর্হণ**—হে বিনাশকারী; **এষা**—এই; **বৈ**—বাস্তবিকপক্ষে; **বাধতে**—পীড়া দিচ্ছে; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা; **নঃ**—আমাদের; **তৎ-শান্তিম্**—তার প্রতিকার; **কর্তুম্ অর্হথঃ**—তোমাদের করা উচিত।

অনুবাদ

গোপবালকেরা বললেন—হে রাম, রাম, মহাবাহো! হে দুষ্ট দমনকারী কৃষ্ণ! আমরা ক্ষুধায় পীড়িত এবং এর জন্য তোমাদের কিছু করা উচিত।

তাৎপর্য

এখানে গোপবালকেরা পরিহাস করে বলছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু সকল অশুভের দমনকারী, তাই তাঁদের খাবার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে তাঁদের ক্ষুধাকে ভগবানের দমন করা উচিত। গোপবালকদের এই উক্তির মধ্য দিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁরা যে-রকম অন্তরঙ্গ প্রীতিপূর্ণ সখ্যতা উপভোগ করেন তা আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

শ্লোক ২

শ্রীশুক উবাচ

ইতি বিজ্ঞাপিতো গোপৈর্ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
ভক্তায়া বিপ্রভার্যায়াঃ প্রসীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এভাবেই; **বিজ্ঞাপিতঃ**—জ্ঞাত হয়ে; **গোপৈঃ**—গোপবালকদের দ্বারা; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **দেবকী-সুতঃ**—দেবকীর পুত্র; **ভক্তায়াঃ**—তাঁর ভক্ত; **বিপ্র-ভার্যায়াঃ**—ব্রাহ্মণপত্নীগণকে; **প্রসীদন্**—সন্তুষ্ট করতে ইচ্ছা করে; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—তিনি বললেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—গোপবালকদের দ্বারা এভাবেই প্রার্থিত হয়ে, পরমেশ্বর ভগবান দেবকীসুত তাঁর কতিপয় ভক্ত ব্রাহ্মণপত্নীদের সন্তুষ্ট করতে ইচ্ছা করে এভাবে উত্তর করলেন।

শ্লোক ৩

প্রযাত দেবযজনং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ ।
সত্রমাঙ্গিরসং নাম হ্যাসতে স্বর্গকাম্যয়া ॥ ৩ ॥

প্রযাত—অনুগ্রহ করে যাও; দেব-যজনম্—যজ্ঞস্থলে; ব্রাহ্মণাঃ—ব্রাহ্মণগণ; ব্রহ্ম-বাদিনঃ—বৈদিক বিধির অনুগামী; সত্রম্—একটি যজ্ঞের; আঙ্গিরসম্ নাম—আঙ্গিরস নামক; হি—প্রকৃতপক্ষে; আসতে—তাঁরা এখন অনুষ্ঠান করছেন; স্বর্গ-কাম্যয়া—স্বর্গে উন্নীত হবার কামনায়।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ স্বর্গে উন্নীত হবার কামনায় যেখানে এখন আঙ্গিরস যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছেন, অনুগ্রহ করে তোমরা সেই যজ্ঞস্থলে যাও।

শ্লোক ৪

তত্র গত্বৌদনং গোপা যাচতাস্মদ্বিসর্জিতাঃ ।
কীর্তয়ন্তো ভগবত আর্যস্য মম চাভিধাম্ ॥ ৪ ॥

তত্র—সেখানে; গত্বা—গমন করে; ওদনম্—অন্ন; গোপাঃ—প্রিয় গোপবালকগণ; যাচত—প্রার্থনা করবে; অস্মৎ—আমাদের দ্বারা; বিসর্জিতাঃ—প্রেরিত হয়েছ; কীর্তয়ন্তঃ—জ্ঞাপন করে; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; আর্যস্য—জ্যেষ্ঠ; মম—আমার; চ—ও; অভিধাম্—নাম।

অনুবাদ

হে প্রিয় গোপবালকগণ, তোমরা যখন সেখানে গমন করবে, তখন কিছু অন্ন প্রার্থনা করবে মাত্র। তাঁদের কাছে গিয়ে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরমেশ্বর ভগবান বলরাম এবং আমারও নাম জ্ঞাপন করে বর্ণনা করবে যে, তোমরা আমাদের কাছ থেকেই গিয়েছ।

তাৎপর্য

লজ্জা না করে দান প্রার্থনা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বালক সখাদের উৎসাহিত করছিলেন। যদিও বালকেরা মনে করেছিল এমন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণদের কাছে

ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থনা করার কোনও অধিকার তাঁদের নেই, তাই ভগবান তাঁদের ভগবানের পবিত্র নাম বলরাম ও কৃষ্ণের উল্লেখ করতে বললেন।

শ্লোক ৫

ইত্যাদিষ্টা ভগবতা গত্বা যাচন্ত তে তথা ।
কৃতাঞ্জলিপুটা বিপ্রান্ দণ্ডবৎ পতিতা ভুবি ॥ ৫ ॥

ইতি—এই কথার দ্বারা; **আদিষ্টাঃ**—নির্দেশিত হয়ে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **গত্বা**—গমন করে; **যাচন্ত**—প্রার্থনা করলেন; **তে**—তাঁরা; **তথা**—সেভাবেই; **কৃত-অঞ্জলি-পুটাঃ**—বিনীতভাবে তাঁদের হাত জোড় করে; **বিপ্রান্**—ব্রাহ্মণদের নিকট; **দণ্ড-বৎ**—দণ্ডবৎ; **পতিতাঃ**—পতিত হয়ে; **ভুবি**—ভূমিতে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান দ্বারা এভাবেই নির্দেশিত হয়ে, গোপবালকেরা সেখানে গমন করে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করলেন। তাঁরা ব্রাহ্মণদের সামনে বিনীতভাবে করজোড়ে দণ্ডায়মান হলেন এবং তার পর ভূমিতে পতিত হয়ে সম্মান জানালেন।

শ্লোক ৬

হে ভূমিদেবাঃ শৃণুত কৃষ্ণস্যাদেশকারিণঃ ।
প্রাপ্তাঞ্জানীত ভদ্রং বো গোপান্নো রামচোদিতান্ ॥ ৬ ॥

হে ভূমিদেবাঃ—হে ভূদেবগণ; **শৃণুত**—আমাদের কথা শ্রবণ করুন; **কৃষ্ণস্য আদেশ**—কৃষ্ণের আদেশ; **কারিণঃ**—পালনকারী; **প্রাপ্তান্**—উপস্থিত হয়েছি; **জানীত**—জানবেন; **ভদ্রম্**—সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল; **বঃ**—আপনাদের প্রতি; **গোপান্**—গোপবালকেরা; **নঃ**—আমাদের; **রাম-চোদিতান্**—শ্রীরামের দ্বারা প্রেরিত।

অনুবাদ

[গোপবালকেরা বললেন—] হে ভূদেবগণ, আমাদের কথা শ্রবণ করুন। আমরা গোপবালকেরা কৃষ্ণের নির্দেশ পালন করছি এবং আমরা এখানে বলরামের দ্বারা প্রেরিত হয়েছি। আমরা আপনাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি। অনুগ্রহ করে আমাদের উপস্থিতি স্বীকার করুন।

তাৎপর্য

ভূমিদেবাঃ অর্থাৎ 'ভূদেবগণ' কথাটি এখানে ব্রাহ্মণদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছাকে খুব মনোযোগের সঙ্গে উপস্থাপন করেন বলে মনে করা হয়। পৃথিবীর মানুষেরাই ভগবান—এই ধরনের প্রাচীন বহু-ঈশ্বরবাদী

মতবাদ কৃষ্ণভাবনামৃতের দর্শনটি নয়। বরং, এটি একটি বিজ্ঞান যা স্বয়ং পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত প্রামাণিকতার সন্ধান করে। ভগবানের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সৃষ্টির বিস্তারের সঙ্গে প্রসারিত এবং পৃথিবীতে ভগবানের ইচ্ছা ও কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব করেন ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত বিশুদ্ধ, জ্ঞানী মানুষেরা।

এই কথাগুলি প্রমাণ করে যে, গোপবালকরা যে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের কাছে গিয়েছিলেন, তাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী ছিলেন না, আর তাই তাঁরা কৃষ্ণ ও বলরাম অথবা তাঁদের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মর্যাদা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। বাস্তবিকই, এই লীলায় এসব ব্রাহ্মণদের ভণ্ডামি উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে, যারা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রদ্ধাবান ভক্ত নন।

শ্লোক ৭

গাশ্চারয়ন্তাববিদূর ওদনং
রামাচ্যুতৌ বো লষতো বুভুক্ষিতৌ ।
তয়োর্দ্বিজা ওদনমর্থিনোর্যদি
শ্রদ্ধা চ বো যচ্ছত ধর্মবিত্তমাঃ ॥ ৭ ॥

গাঃ—তাঁদের গাভীসকল; **চারয়ন্তৌ**—চারণ করতে করতে; **অবিদূরে**—অদূরে; **ওদনম্**—অন্ন; **রাম-অচ্যুতৌ**—শ্রীরাম ও শ্রীঅচ্যুত; **বঃ**—আপনাদের থেকে; **লষতঃ**—অভিলাষ করছেন; **বুভুক্ষিতৌ**—ক্ষুধার্ত হয়ে; **তয়োঃ**—তাঁদের জন্য; **দ্বিজাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **ওদনম্**—অন্ন; **অর্থিনোঃ**—প্রার্থনা করছি; **যদি**—যদি; **শ্রদ্ধা**—শ্রদ্ধা; **চ**—এবং; **বঃ**—আপনাদের; **যচ্ছত**—দান করুন; **ধর্ম-বিৎ-তমাঃ**—হে শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞগণ।

অনুবাদ

অদূরেই শ্রীরাম ও শ্রীঅচ্যুত তাঁদের গোচারণ করছেন। তাঁরা ক্ষুধার্ত এবং চাইছেন যে, আপনারা তাঁদের কিছু অন্ন দান করুন। অতএব, হে ব্রাহ্মণগণ, হে শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞগণ, আপনাদের যদি শ্রদ্ধা থাকে, তা হলে তাঁদের কিছু অন্ন দান করুন।

তাৎপর্য

গোপবালকগণ ব্রাহ্মণদের দানশীলতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ ছিলেন, আর তাই তাঁরা *বুভুক্ষিতৌ* শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণ ও বলরাম ক্ষুধার্ত ছিলেন। বালকেরা আশা করেছিলেন যে, *অন্নস্য ক্ষুধিতং পাত্রম্*—"যিনি ক্ষুধার্ত তিনিই অন্নদান গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র"—এই বৈদিক অনুশাসন ব্রাহ্মণগণ অবগত আছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ যদি কৃষ্ণ ও বলরামের প্রভুত্ব স্বীকার না করতেন, তা হলে তাঁদের *দ্বিজ* উপাধির অর্থ 'দ্বিজন্মা'-র চেয়ে বরং 'পিতৃদ্বয়জাত' (*দ্বি*—দুই হতে, *জ*—জন্ম) বলে

গ্রহণ করা হত। ব্রাহ্মণেরা যখন গোপবালকদের প্রাথমিক অনুরোধে সাড়া দিলেন না, তখন বালকেরা ব্রাহ্মণগণকে কিঞ্চিৎ ব্যাঙ্গার্থেই *ধর্মবিত্তমাঃ*, 'হে শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞগণ' বলে সম্বোধন করেছিলেন।

শ্লোক ৮

দীক্ষায়াঃ পশুসংস্থায়াঃ সৌত্রামণ্যাশ্চ সত্তমাঃ ।
অন্যত্র দীক্ষিতস্যাপি নান্নমশ্নন্ হি দুষ্যতি ॥ ৮ ॥

দীক্ষায়াঃ—যজ্ঞের জন্য দীক্ষা আরম্ভ করে; **পশু-সংস্থায়াঃ**—পশুবধের পূর্ব পর্যন্ত; **সৌত্রামণ্যাঃ**—সৌত্রামণি নামক যজ্ঞের বাইরে; **চ**—এবং; **সত্তমাঃ**—হে শুদ্ধতম; **অন্যত্র**—অন্যত্র; **দীক্ষিতস্য**—যজ্ঞের জন্য দীক্ষা গ্রহণকারীর; **অপি**—এমন কি; **ন**—না; **অন্নম্**—অন্ন; **অশ্নন্**—ভোজন করা; **হি**—বস্তুত; **দুষ্যতি**—দোষ হয়।

অনুবাদ

যজ্ঞ অনুষ্ঠাতার দীক্ষাগ্রহণ ও প্রকৃত পশুবলির মধ্যবর্তী সময় ব্যতীত, হে শুদ্ধতম ব্রাহ্মণগণ, অন্তত সৌত্রামণি ছাড়া অন্যান্য যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণকারীর অন্নগ্রহণও দূষনীয় নয়।

তাৎপর্য

গোপবালকেরা ব্রাহ্মণদের সম্ভাব্য আপত্তিতে অনুমান করেছিলেন যে, তাঁরা বালকদের কোনও খাদ্যই দিতে পারেন না কারণ তাঁরা নিজেরাই তখনও পর্যন্ত আহার করেননি, যেহেতু যজ্ঞ সম্পাদনে দীক্ষিত পুরোহিতের খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয়। তাই বালকেরা বিনীতভাবে ধর্মীয় আচারপূর্ণ যজ্ঞের প্রয়োগগত খুঁটিনাটি কলাকৌশল সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদের জ্ঞাপন করেছিলেন। গোপবালকেরা যে বৈদিক সংস্কৃতির আচারনিষ্ঠা সম্বন্ধে জানতেন না এমন নয়, কিন্তু তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করা।

শ্লোক ৯

ইতি তে ভগবদ্‌যাচ্ঞাং শৃণ্বন্তোঽপি ন শুশ্রুবুঃ ।
ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিনঃ ॥ ৯ ॥

ইতি—এভাবেই; **তে**—তাঁরা, ব্রাহ্মণেরা; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **যাচ্ঞাম্**—বিনীত প্রার্থনা; **শৃণ্বন্তঃ**—শ্রবণ করে; **অপি**—যদিও; **ন শুশ্রুবুঃ**—তাঁরা শুনছিলেন না; **ক্ষুদ্র-আশাঃ**—ক্ষুদ্র বাসনাযুক্ত; **ভূরি-কর্মাণঃ**—শ্রমসাধ্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে আবদ্ধ; **বালিশাঃ**—শিশুসুলভ মূর্খ; **বৃদ্ধমানিনঃ**—নিজেদের জ্ঞানবান ব্যক্তি মনে করে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণেরা পরমেশ্বর ভগবানের থেকে এই বিনীত প্রার্থনা শ্রবণ করেন, তবু তাঁরা তাতে কর্ণপাত করলেন না। বস্তুত, তাঁরা ক্ষুদ্র বাসনাযুক্ত ছিলেন এবং শ্রমসাধ্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে আবদ্ধ ছিলেন। যদিও তাঁরা নিজেদের বৈদিক জ্ঞানে উন্নত মনে করতেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন অনভিজ্ঞ মূর্খ।

তাৎপর্য

এই সমস্ত শিশুসুলভ ব্রাহ্মণ জাগতিক স্বর্গ প্রাপ্তির মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনাযুক্ত ছিলেন, আর তাই তাঁরা কৃষ্ণের নিজস্ব বালকসখাদের উপস্থিতির মাধ্যমে প্রদত্ত অপ্রাকৃত সুবর্ণ সুযোগ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। বর্তমান সময়ে, সারা বিশ্ব জুড়ে মানুষ পাগলের মতো জাগতিক উন্নতির পেছনে ছুটছে, আর তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ধর্মপ্রচারমূলক কার্যবলীর মাধ্যমে প্রচারিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী তারা শুনতে পাচ্ছে না। সময়ই শুধু বদলেছে মাত্র, কিন্তু দাম্ভিক, জড়বাদী পুরোহিতগণ পৃথিবীতে আজও রয়েছে।

শ্লোক ১০-১১

দেশঃ কালঃ পৃথগ্ দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ ।
দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্ধর্মশ্চ যন্ময়ঃ ॥ ১০ ॥
তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদ্ ভগবন্তমধোক্ষজম্ ।
মনুষ্যদৃষ্ট্যা দুষ্প্রজ্ঞা মর্ত্যাত্মানো ন মেনিরে ॥ ১১ ॥

দেশঃ—স্থান; **কালঃ**—সময়; **পৃথক্ দ্রব্যম্**—ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য; **মন্ত্র**—বৈদিক স্তোত্র; **তন্ত্র**—নির্দেশিত ধর্মীয় আচার; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিত; **অগ্নয়ঃ**—যজ্ঞাগ্নি; **দেবতাঃ**—আধিকারিক দেবতা; **যজমানঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী; **চ**—এবং; **ক্রতুঃ**—নৈবেদ্য; **ধর্মঃ**—কর্মফলের অদৃশ্য শক্তি; **চ**—এবং; **যৎ**—যাঁর; **ময়ঃ**—স্বরূপ; **তম্**—তাঁকে; **ব্রহ্ম পরমম্**—পরমতত্ত্ব; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অধোক্ষজম্**—যিনি জড় ইন্দ্রিয়াতীত; **মনুষ্য-দৃষ্ট্যা**—তাঁকে একজন সাধারণ মানুষরূপে দর্শন করে; **দুষ্প্রজ্ঞাঃ**—বিকৃত বুদ্ধি; **মর্ত্য-আত্মানঃ**—দেহাভিমানী; **ন মেনিরে**—তাঁরা যথাযথভাবে সম্মান করল না।

অনুবাদ

যদিও যজ্ঞানুষ্ঠানের সকল উপাদান—স্থান, কাল, চরু, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য, মন্ত্র, তন্ত্র, পুরোহিত, অগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ, নৈবেদ্য এবং অদৃশ্য লাভজনক

ফল—সমস্ত কিছুই যাঁর ঐশ্বর্যের রূপ, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ব্রাহ্মণগণ তাঁদের বিকৃত বুদ্ধির কারণে একজন সাধারণ মনুষ্যরূপেই দর্শন করলেন। তিনি যে পরমতত্ত্ব, প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত পরমেশ্বর ভগবান, যাঁকে জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধারণত উপলব্ধি করা যায় না, তা হৃদয়ঙ্গম করতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁদের দেহাভিমান দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে তাঁরা তাঁকে যথাযথভাবে সম্মান প্রদর্শন করেননি।

তাৎপর্য

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি যাঁকে তাঁরা সাধারণ মানুষ বলে বিবেচনা করেছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে কেন যজ্ঞের অন্ন নিবেদন করা উচিত। গোলাপী রঙের কাচের ভিতর দিয়ে যেমন কোনও ব্যক্তি সমস্ত জগৎকে গোলাপী রঙরূপে দর্শন করে, তেমনই একজন বদ্ধ জীব জড় দৃষ্টিতে স্বয়ং ভগবানকেও জড়রূপে দর্শন করে, আর এভাবেই সে তার প্রকৃত আলয়, ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

শ্লোক ১২

ন তে যদোমিতি প্রোচুর্ন নেতি চ পরন্তপ ।
গোপা নিরাশাঃ প্রত্যেত্য তথোচুঃ কৃষ্ণরাময়োঃ ॥ ১২ ॥

ন—না; তে—তাঁরা; যৎ—যখন; ওম্—'হ্যাঁ'; ইতি—এভাবেই; প্রোচুঃ—বললেন; ন—না; ন—'না'; ইতি—এভাবেই; চ—অথবা; পরন্তপ—হে শত্রু দমনকারী পরীক্ষিৎ মহারাজ; গোপাঃ—গোপবালকগণ; নিরাশাঃ—নিরাশ হয়ে; প্রত্যেত্য—প্রত্যাগমন করে; তথা—এভাবেই; উচুঃ—বর্ণনা করলেন; কৃষ্ণ-রাময়োঃ—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামকে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণগণ যখন সহজ উত্তর হ্যাঁ বা না কিছুই বললেন না, হে শত্রুদমনকারী [পরীক্ষিৎ], তখন গোপবালকেরা নিরাশ হয়ে কৃষ্ণ ও রামের কাছে ফিরে এলেন এবং তাঁদের কাছে সমস্ত কিছু বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১৩

তদুপাকর্ণ্য ভগবান্ প্রহস্য জগদীশ্বরঃ ।
ব্যাজহার পুনর্গোপান্ দর্শয়ন্ লৌকিকীং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

তৎ—সেই; **উপাকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **ভগবান্**—ভগবান; **প্রহস্য**—হাস্য করে; **জগৎ-ঈশ্বরঃ**—সমগ্র জগতের নিয়ন্ত্রণকারী; **ব্যাজহার**—উদ্দেশ করে বললেন; **পুনঃ**—পুনরায়; **গোপান্**—গোপবালকদের; **দর্শয়ন্**—প্রদর্শন করে; **লৌকিকীম্**—সাধারণ জগতের; **গতিম্**—পন্থা।

অনুবাদ

সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করে পরমেশ্বর ভগবান, জগদীশ্বর কেবল হাসলেন। তার পর তিনি পুনরায় গোপবালকদের উদ্দেশ করে এই জগতে মানুষদের করণীয় পন্থা তাঁদের প্রদর্শন করে বললেন।

তাৎপর্য

হাঁসির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকদের এই অর্থ নির্দেশ করলেন যে, তাঁদের যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের উপর ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয় বরং অবগত হওয়া উচিত যে, প্রার্থনাকারী কখনও কখনও প্রত্যাখ্যাত হতে পারেন।

শ্লোক ১৪

মাং জ্ঞাপয়ত পত্নীভ্যঃ সসঙ্কর্ষণমাগতম্ ।
দাস্যন্তি কামমন্নং বঃ স্নিগ্ধা ময্যুষিতা ধিয়া ॥ ১৪ ॥

মাম্—আমাকে; **জ্ঞাপয়ত**—জ্ঞাপন করবে; **পত্নীভ্যঃ**—পত্নীদিগকে; **স-সঙ্কর্ষণম্**—শ্রীবলরামের সঙ্গে; **আগতম্**—উপস্থিত হয়েছি; **দাস্যন্তি**—তাঁরা প্রদান করবেন; **কামম্**—তোমরা যত চাও; **অন্নম্**—অন্ন; **বঃ**—তোমাদের; **স্নিগ্ধাঃ**—স্নেহপরায়ণ; **ময়ি**—আমাতে; **উষিতাঃ**—অবস্থান করে; **ধিয়া**—তাঁদের বুদ্ধিমত্তার দ্বারা।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] ব্রাহ্মণ-পত্নীদের বলবে যে, শ্রীসঙ্কর্ষণের সঙ্গে আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। তাঁরা অবশ্যই তোমরা যত চাও তত অন্ন তোমাদের প্রদান করবেন, কারণ তাঁরা আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ এবং বাস্তবিকপক্ষে, তাঁদের বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তাঁরা কেবল আমাতে অবস্থান করছে।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ দেহগতভাবে গৃহে বাস করলেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর স্নেহবশত তাঁদের অন্তরে তাঁরা তাঁর মধ্যে অবস্থান করতেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকদের তিনি যে ক্ষুধার্ত ছিলেন সেই কথা ব্রাহ্মণ-পত্নীদের বলতে বলেননি। তার কারণ, তিনি জানতেন যে, তা হলে এই সকল ভক্তিময়ী স্ত্রীগণ অত্যন্ত দুঃখিত হবেন। কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি

স্নেহবশত, সেই পত্নীগণ আনন্দের সঙ্গে তাঁদের প্রার্থিত অন্ন প্রদান করবেন। তাঁদের অপ্রাকৃত বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে যেহেতু তাঁরা ভগবানের মধ্যে বাস করছিলেন, তাই তাঁরা তাঁদের পতিদের নিষেধের প্রতি কর্ণপাত করবেন না।

শ্লোক ১৫

গত্বাথ পত্নীশালায়াং দৃষ্ট্বাসীনাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ।
নত্বা দ্বিজসতীর্গোপাঃ প্রশ্রিতা ইদমব্রুবন্ ॥ ১৫ ॥

গত্বা—গমন করে; **অথ**—তার পর; **পত্নী-শালায়াম্**—ব্রাহ্মণ-পত্নীদের গৃহে; **দৃষ্ট্বা**—তাঁদের দর্শন করে; **আসীনাঃ**—উপবিষ্ট; **সু-অলঙ্কৃতাঃ**—সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত; **নত্বা**—প্রণতি নিবেদন করে; **দ্বিজ-সতীঃ**—সাধ্বী ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের প্রতি; **গোপাঃ**—গোপবালকগণ; **প্রশ্রিতাঃ**—বিনীতভাবে; **ইদম্**—এই; **অব্রুবন্**—বললেন।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ যেখানে অবস্থান করছিলেন, গোপবালকগণ তখন সেই গৃহে গমন করলেন। সেখানে বালকেরা সুন্দর অলঙ্কারে শোভিত হয়ে সেই সাধ্বী স্ত্রীগণকে বসে থাকতে দেখলেন। ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের প্রতি প্রণতি নিবেদন করে, বালকেরা বিনীতভাবে তাঁদের বললেন।

শ্লোক ১৬

নমো বো বিপ্রপত্নীভ্যো নিবোধত বচাংসি নঃ ।
ইতোঽবিদূরে চরতা কৃষ্ণেনেহেষিতা বয়ম্ ॥ ১৬ ॥

নমঃ—প্রণতি নিবেদন করি; **বঃ**—আপনাদের প্রতি; **বিপ্র-পত্নীভ্যঃ**—ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ; **নিবোধত**—অনুগ্রহ করে শ্রবণ করুন; **বচাংসি**—কথাসমূহ; **নঃ**—আমাদের; **ইতঃ**—এখান থেকে; **অবিদূরে**—অনতিদূরে; **চরতা**—বিচরণরত; **কৃষ্ণেন**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **ইহ**—এখানে; **ইষিতাঃ**—প্রেরিত; **বয়ম্**—আমরা।

অনুবাদ

[গোপবালকেরা বললেন—] হে জ্ঞানী ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ, আপনাদের প্রতি প্রণতি নিবেদন করি। দয়া করে আমাদের কথা শ্রবণ করুন। অনতিদূরে বিচরণরত শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আমরা এখানে প্রেরিত হয়েছি।

শ্লোক ১৭

গাশ্চারয়ন্ স গোপালৈঃ সরামো দূরমাগতঃ ।
বুভুক্ষিতস্য তস্যান্নং সানুগস্য প্রদীয়তাম্ ॥ ১৭ ॥

গাঃ—গাভী; চারয়ন্—চারণ করতে করতে; সঃ—তিনি; গোপালৈঃ—গোপ-বালকদের সঙ্গে; স-রামঃ—শ্রীবলরাম সহ; দূরম্—অনেক দূর থেকে; আগতঃ—এসেছেন; বুভুক্ষিতস্য—যিনি ক্ষুধার্ত; তস্য—তাঁর জন্য; অন্নম্—অন্ন; স-অনুগস্য—তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে; প্রদীয়তাম্—প্রদান করুন।

অনুবাদ

গোচারণ করতে করতে তিনি গোপবালকগণ ও শ্রীবলরামের সঙ্গে অনেক দূর চলে এসেছেন। এখন তিনি ক্ষুধার্ত, তাই তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য কিছু অন্ন প্রদান করুন।

শ্লোক ১৮

শ্রুত্বাচ্যুতমুপায়াতং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ ।
তৎকথাক্ষিপ্তমনসো বভূবুর্জাতসম্ভ্রমাঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; অচ্যুতম্—শ্রীকৃষ্ণ; উপায়াতম্—নিকটে এসেছেন; নিত্যম্—নিরন্তর; তৎ-দর্শন—তাঁকে দর্শনের জন্য; উৎসুকাঃ—আগ্রহী; তৎ-কথা—তাঁর বর্ণনার দ্বারা; আক্ষিপ্ত—উল্লসিত; মনসঃ—তাঁদের মন; বভূবুঃ—তাঁরা হয়ে পড়লেন; জাত-সম্ভ্রমাঃ—ব্যস্ত।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ কৃষ্ণকে দর্শন করতে সর্বদা আগ্রহী ছিলেন, কারণ তাঁর বিবরণের দ্বারা তাঁদের মন উল্লসিত হয়েছিল। এভাবেই তাঁর আগমনের কথা শ্রবণ করা মাত্রই তাঁরা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

শ্লোক ১৯

চতুর্বিধং বহুগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ ।
অভিসস্রুঃ প্রিয়ং সর্বাঃ সমুদ্রমিব নিম্নগাঃ ॥ ১৯ ॥

চতুঃ-বিধম্—চার রকমের (চর্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয়); বহু-গুণম্—বহু স্বাদ ও গন্ধে সমৃদ্ধ; অন্নম্—অন্ন; আদায়—আনয়ন করে; ভাজনৈঃ—বড় পাত্রসমূহে; অভিসস্রুঃ—গমন করলেন; প্রিয়ম্—তাঁদের প্রিয়জনের নিকট; সর্বাঃ—তাঁরা সকলে; সমুদ্রম্—সমুদ্রের দিকে; ইব—ঠিক যেমন; নিম্ন-গাঃ—নদীসকল।

অনুবাদ

নদীগুলি যেমন সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়, সেভাবেই বৃহৎ ভোজন পাত্রগুলিতে সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত চতুর্বিধ খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে, সকল স্ত্রীগণ তাঁদের প্রিয়জনের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গমন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মাধুর্য প্রেমের অনুভূতি উপলব্ধি করছিলেন যেন তিনি তাঁদের উপপতি; এভাবেই তাঁকে দর্শন করার জন্য তাঁরা এত দ্রুতবেগে গিয়েছিলেন যে, তাঁদের আর ধরে রাখা যায়নি।

শ্লোক ২০-২১

নিষিধ্যমানাঃ পতিভির্ভ্রাতৃভির্বন্ধুভিঃ সুতৈঃ ।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে দীর্ঘশ্রুতধৃতাশয়াঃ ॥ ২০ ॥
যমুনোপবনেঽশোকনবপল্লবমণ্ডিতে ।
বিচরন্তং বৃতং গোপৈঃ সাগ্রজং দদৃশুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২১ ॥

নিষিধ্যমানাঃ—নিষেধিত হয়েও; **পতিভিঃ**—তাঁদের পতির দ্বারা; **ভ্রাতৃভিঃ**—তাঁদের ভাইদের দ্বারা; **বন্ধুভিঃ**—অন্যান্য স্বজনদের দ্বারা; **সুতৈঃ**—এবং তাঁদের পুত্রদের দ্বারা; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের দিকে; **উত্তম-শ্লোকে**—দিব্য স্তবগানের দ্বারা যিনি বন্দিত হন; **দীর্ঘ**—দীর্ঘকাল ধরে; **শ্রুত**—শ্রবণের ফলে; **ধৃত**—অর্জিত; **আশয়াঃ**—যাঁদের আশা; **যমুনা-উপবনে**—যমুনা নদীর সংলগ্ন কাননে; **অশোক-নব-পল্লব**—অশোক বৃক্ষের নবপল্লবের দ্বারা; **মণ্ডিতে**—সুশোভিত; **বিচরন্তম্**—বিচরণশীল; **বৃতম্**—পরিবেষ্টিত; **গোপৈঃ**—গোপবালকদের দ্বারা; **স-অগ্রজম্**—তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে; **দদৃশুঃ**—তাঁরা দর্শন করলেন; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ।

অনুবাদ

দীর্ঘকাল শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণাবলী শ্রবণের ফলে তাঁদের চিত্ত আসক্ত হওয়ায়, তাঁদের পতি, ভ্রাতা, পুত্র ও অন্যান্য স্বজনদের দ্বারা নিরুৎসাহিত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁদের কৃষ্ণ-সন্দর্শনের আশা জয়ী হয়েছিল। যমুনা নদীর সংলগ্ন অশোক বৃক্ষের নবপল্লব সুশোভিত উপবনে গোপবালকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম সহ বিচরণশীল তাঁকে তাঁরা দর্শন করলেন।

শ্লোক ২২

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে ।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্ ॥ ২২ ॥

শ্যামম্—শ্যামবর্ণ; **হিরণ্য**—পীত; **পরিধিম্**—যাঁর বসন; **বন-মাল্য**—বনমালা; **বর্হ**—ময়ূরপুচ্ছ; **ধাতু**—বর্ণময় খনিজ পদার্থ; **প্রবাল**—ও পল্লবের দ্বারা; **নট**—মঞ্চের উপরে নর্তকের মতো; **বেশম্**—সজ্জিত; **অনুব্রত**—সখার; **অংসে**—স্কন্ধের উপরে; **বিন্যস্ত**—স্থাপন করে; **হস্তম্**—তাঁর হাত; **ইতরেণ**—অন্য হাত দিয়ে; **ধূনানম্**—সঞ্চালন করছিলেন; **অব্জম্**—একটি পদ্ম; **কর্ণ**—তাঁর কর্ণদ্বয়ে; **উৎপল**—উৎপল; **অলক-কপোল**—কপোলে বিস্তৃত কেশদাম; **মুখ-অব্জ**—তাঁর পদ্মসদৃশ মুখে; **হাসম্**—মৃদু হাসি।

অনুবাদ

তাঁর গাত্রবর্ণ ছিল শ্যাম এবং বসন ছিল পীত। শিখিপুচ্ছ, বর্ণময় ধাতু, পল্লব এবং বনমালা ও পত্রসকল ধারণ করে তিনি নটবরের মতো সজ্জিত ছিলেন। তিনি এক হাত তাঁর সখার স্কন্ধে স্থাপন করে, অন্য হাত দিয়ে একটি পদ্ম সঞ্চালন করছিলেন। তাঁর কর্ণদ্বয়ে উৎপল শোভা পাচ্ছিল, তাঁর কপোলে কেশদাম ঝুলছিল এবং তাঁর মুখপদ্ম মৃদু হাস্যযুক্ত ছিল।

শ্লোক ২৩

প্রায়ঃশ্রুতপ্রিয়তমোদয়কর্ণপূরৈর্
যস্মিন্নিমগ্নমনসস্তমথাক্ষিরন্ধ্রৈঃ ।
অন্তঃ প্রবেশ্য সুচিরং পরিরভ্য তাপং
প্রাজ্ঞং যথাভিমতয়ো বিজহুর্নরেন্দ্র ॥ ২৩ ॥

প্রায়ঃ—প্রায়ই; **শ্রুত**—শ্রবণ করেছিলেন; **প্রিয়তম**—তাঁদের প্রিয়তমের; **উদয়**—মহিমা; **কর্ণ-পূরৈঃ**—যা ছিল তাঁদের কর্ণদ্বয়ের অলঙ্কার-স্বরূপ; **যস্মিন্**—যাঁর মধ্যে; **নিমগ্ন**—মগ্ন; **মনসঃ**—তাঁদের মন; **তম্**—তাঁকে; **অথ**—তার পর; **অক্ষি-রন্ধ্রৈঃ**—তাঁদের নয়নের ছিদ্রপথে; **অন্তঃ**—অন্তরে; **প্রবেশ্য**—প্রবেশ করিয়ে; **সু-চিরম্**—দীর্ঘ সময়; **পরিরভ্য**—আলিঙ্গন করে; **তাপম্**—তাঁদের সন্তাপ; **প্রাজ্ঞম্**—অন্তর্চেতনা; **যথা**—যেমন; **অভিমতয়ঃ**—মিথ্যা অহঙ্কারের ক্রিয়াকলাপ; **বিজহুঃ**—তাঁরা পরিত্যাগ করেছিলেন; **নর-ইন্দ্র**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে নরেন্দ্র, দীর্ঘকাল যাবৎ সেই ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ তাঁদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করেছিলেন এবং তাঁর মহিমা তাঁদের কর্ণদ্বয়ের ভূষণস্বরূপ হয়েছিল। বাস্তবিকই, তাঁদের মন সর্বদাই তাঁর প্রতি নিমগ্ন থাকত। তাঁদের নয়নের রন্ধ্রপথে এখন তাঁরা তাঁদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে তাঁকে প্রবেশ করিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলিঙ্গন

করেছিলেন। অবশেষে এভাবেই তাঁদের বিরহের সন্তাপ তাঁরা পরিত্যাগ করেছিলেন, ঠিক যেমন মুনিগণ তাঁদের অন্তর্চেতনাকে আলিঙ্গনের দ্বারা মিথ্যা অহঙ্কারের উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করেন।

শ্লোক ২৪

তাস্তথা ত্যক্তসর্বাশাঃ প্রাপ্তা আত্মদিদৃক্ষয়া ।
বিজ্ঞায়াখিলদৃগ্‌দ্রষ্টা প্রাহ প্রহসিতাননঃ ॥ ২৪ ॥

তাঃ—সেই ব্রাহ্মণপত্নীগণ; তথা—সেরূপ অবস্থায়; ত্যক্ত-সর্ব-আশাঃ—সমস্ত জাগতিক বাসনা পরিত্যাগ করে; প্রাপ্তাঃ—উপস্থিত হয়েছিলেন; আত্ম-দিদৃক্ষয়া—তাঁকে দর্শনের বাসনা নিয়ে; বিজ্ঞায়—জানতে পেরে; অখিল-দৃক্—সমস্ত প্রাণীর দর্শনের; দ্রষ্টা—সাক্ষী; প্রাহ—তিনি বললেন; প্রহসিতাননঃ—সহাস্য বদনে।

অনুবাদ

কিভাবে সমস্ত জাগতিক আশা পরিত্যাগ করে কেবল তাঁকে দর্শনের জন্য সেই স্ত্রীগণ সেখানে এসেছিলেন, সমস্ত প্রাণীর চিন্তাধারার সাক্ষীস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ তা জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনি সহাস্য বদনে তাঁদের এভাবে বললেন।

শ্লোক ২৫

স্বাগতং বো মহাভাগা আস্যতাং করবাম কিম্ ।
যন্নো দিদৃক্ষয়া প্রাপ্তা উপপন্নমিদং হি বঃ ॥ ২৫ ॥

সু-আগতম্—শুভ আগমন; বঃ—তোমাদের জন্য; মহা-ভাগাঃ—হে সৌভাগ্যবতী স্ত্রীগণ; আস্যতাম্—আসন গ্রহণ কর; করবাম—আমি করতে পারি; কিম্—কি; যৎ—যেহেতু; নঃ—আমাদের; দিদৃক্ষয়া—দর্শনের আকাঙ্ক্ষায়; প্রাপ্তাঃ—তোমরা এসেছ; উপপন্নম্—উপযুক্ত; ইদম্—এই; হি—নিঃসন্দেহে; বঃ—তোমাদের জন্য।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] হে সৌভাগ্যবতী স্ত্রীগণ, স্বাগত। উপবেশন করে তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ কর। তোমাদের জন্য আমি কি করতে পারি? আমাকে দর্শন করতে তোমরা যে এখানে এসেছ তা উপযুক্তই হয়েছে।

তাৎপর্য

রাত্রে তাঁর সঙ্গে নৃত্য করতে আসা গোপীদের শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই ভগবানকে দর্শনের জন্য বহুবিঘ্ন অতিক্রমের দ্বারা যাঁদের বিশুদ্ধ প্রেম প্রমাণিত হয়েছিল, সেই ব্রাহ্মণ-পত্নীদেরও তিনি স্বাগত

জানালেন। *উপপন্নম্* শব্দটির মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে যে, যদিও এই স্ত্রীগণ তাঁদের পতিদের আদেশ অমান্য করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের ব্যবহার মোটেও অসঙ্গত ছিল না, কারণ তাঁদের পতিরা সুস্পষ্টভাবেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের প্রেমময়ী সেবায় বাধা দানের চেষ্টা করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

নন্বদ্ধা ময়ি কুর্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শিনঃ ।
অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা ॥ ২৬ ॥

ননু—নিশ্চিতভাবে; **অদ্ধা**—প্রত্যক্ষভাবে; **ময়ি**—আমার প্রতি; **কুর্বন্তি**—তাঁরা করেন; **কুশলাঃ**—যাঁরা দক্ষ; **স্ব-অর্থ**—তাঁদের নিজেদের প্রকৃত মঙ্গল; **দর্শিনঃ**—যাঁরা উপলব্ধি করেন; **অহৈতুকী**—অহৈতুকী; **অব্যবহিতাম্**—অপ্রতিহতা; **ভক্তিম্**—ভক্তি; **আত্ম**—আত্মার; **প্রিয়ে**—যিনি হন অত্যন্ত প্রিয়; **যথা**—যথাযথভাবে।

অনুবাদ

যাঁরা নিজেদের প্রকৃতই স্বার্থ দর্শন করতে পারেন, নিঃসন্দেহে সেই দক্ষ ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষভাবে আমার প্রতি অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি সম্পাদন করে থাকেন, কারণ আমি আত্মার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান ব্রাহ্মণ-পত্নীদের জানিয়েছিলেন যে, কেবল তাঁরাই নন সমস্ত মানুষই যাঁরা তাঁদের প্রকৃত স্বার্থ হৃদয়ঙ্গম করেছেন তাঁরা যেন ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার পারমার্থিক পন্থাটি গ্রহণ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *আত্মপ্রিয়,* সকলের প্রকৃত প্রেমের বিষয়। যদিও প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব রুচি ও স্বাধীনতা রয়েছে, কিন্তু চরমে প্রতিটি জীবই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের এক চিন্ময় স্ফুলিঙ্গ; এভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপগতভাবে প্রত্যেকেরই মুখ্য প্রেমময়ী আকর্ষণ। ভগবানের প্রেমময়ী সেবা হওয়া উচিত *অহৈতুকী* অর্থাৎ ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যহীন এবং *অব্যবহিতা, অর্থাৎ* মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনা, স্বার্থপর বাসনা অথবা সময় ও পরিস্থিতির আকস্মিক পরিবর্তন দ্বারা বিঘ্নহীন।

শ্লোক ২৭

প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ ।
যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোঽন্বপরঃ প্রিয়ঃ ॥ ২৭ ॥

প্রাণ—কারও জীবনীশক্তি; বুদ্ধি—বুদ্ধি; মনঃ—মন; স্ব—আত্মীয়স্বজন; আত্ম—দেহ; দার—পত্নী; অপত্য—সন্তান; ধন—সম্পদ; আদয়ঃ—এবং ইত্যাদি; যৎ—যার সঙ্গে (আত্মা); সম্পর্কাৎ—সম্পর্কের কারণে; প্রিয়াঃ—প্রিয়; আসন্—হয়েছে; ততঃ—তদপেক্ষা; কঃ—কি; নু—বস্তুত; অপরঃ—অন্য; প্রিয়ঃ—প্রিয় বস্তু।

অনুবাদ

কেবলমাত্র আত্মার সঙ্গে সম্পর্কের ফলেই কারও প্রাণ, বুদ্ধি, মন, স্বজন, দেহ, স্ত্রী, সন্তান, ধন ইত্যাদি প্রিয় হয়ে থাকে। অতএব কারও নিজের আত্মার চেয়ে আর কি বস্তু সম্ভবত অধিকতর প্রিয় হতে পারে?

তাৎপর্য

এই শ্লোকের *যৎসম্পর্কাৎ* শব্দটি জীবের মূলস্বরূপ ভগবান বা পরমাত্মার সঙ্গে জীবের সম্পর্কের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃত বিকাশ সাধনের মাধ্যমে, যে-কেউ স্বাভাবিকভাবেই আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে ওঠেন, আর এভাবেই কারও প্রাণ, বুদ্ধি, মন, স্বজন, দেহ, পরিবার ও সম্পদ সমস্ত কিছুই কৃষ্ণভাবনামৃতের কেন্দ্রীয় প্রভাবের দ্বারা বিকশিত ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই রকম হওয়ার কারণ হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতই হল পরম আত্মা ও পরম চেতনাময় কৃষ্ণের সঙ্গে শুদ্ধ চেতনাময় জীবাত্মার সংযোগ স্থাপনে সর্বাপেক্ষা অনুকূল।

শ্লোক ২৮

তদ্ যাত দেবযজনং পতয়ো বো দ্বিজাতয়ঃ ।
স্বসত্রং পারয়িষ্যন্তি যুষ্মাভির্গৃহমেধিনঃ ॥ ২৮ ॥

তৎ—অতএব; যাত—যাও; দেব-যজনম্—যজ্ঞস্থলে; পতয়ঃ—পতিগণ; বঃ—তোমাদের; দ্বি-জাতয়ঃ—ব্রাহ্মণগণ; স্ব-সত্রম্—তাঁদের নিজেদের যজ্ঞসকল; পারয়িষ্যন্তি—সমাপ্ত করতে সমর্থ হবেন; যুষ্মাভিঃ—তোমাদের সঙ্গে; গৃহ-মেধিনঃ—গৃহস্থ।

অনুবাদ

তাই তোমাদের যজ্ঞস্থলে ফিরে যাওয়া উচিত, কারণ তোমাদের জ্ঞানী ব্রাহ্মণ পতিগণ গৃহস্থ এবং তাঁদের নিজ নিজ যজ্ঞ সমাপ্তির জন্য তোমাদের সহায়তা প্রয়োজন।

শ্লোক ২৯

শ্রীপত্ন্য ঊচুঃ

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সত্যং কুরুষ্ব নিগমং তব পাদমূলম্ ।
প্রাপ্তা বয়ং তুলসিদাম পদাবসৃষ্টং
কেশৈর্নিবোঢুমতিলঙ্ঘ্য সমস্তবন্ধূন্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীপত্ন্যঃ ঊচুঃ—ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ বললেন; **মা**—না; **এবম্**—এই রকম; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান ভগবান; **অর্হতি**—উচিত; **ভবান্**—আপনি; **গদিতুম্**—বলতে; **নৃ-শংসম্**—নিষ্ঠুরভাবে; **সত্যম্**—সত্য; **কুরুষ্ব**—পালন করুন; **নিগমম্**—শাস্ত্রে প্রদত্ত প্রতিজ্ঞা; **তব**—আপনার; **পাদ-মূলম্**—পাদ-পদ্মতলে; **প্রাপ্তাঃ**—লাভ করে; **বয়ম্**—আমরা; **তুলসি-দাম**—তুলসীপাতার মালা; **পদা**—আপনার পাদপদ্মের দ্বারা; **অবসৃষ্টম্**—অবজ্ঞাভরে প্রদত্ত; **কেশৈঃ**—আমাদের কেশের উপরে; **নিবোঢুম্**—বহন করার জন্য; **অতিলঙ্ঘ্য**—পরিত্যাগ করে; **সমস্ত**—সমস্ত; **বন্ধূন্**—বান্ধবকে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ উত্তর করলেন—হে সর্বশক্তিমান, অনুগ্রহ করে এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলবেন না। বরং, আপনি যে সর্বদাই দয়া করে আপনার ভক্তবৃন্দের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে থাকেন, সেই প্রতিজ্ঞা আপনার পূরণ করা উচিত। এখন আমরা আপনার পাদপদ্মে উপস্থিত হয়েছি, আমরা কেবলমাত্র এখানে এই অরণ্যে অবস্থান করতে ইচ্ছা করি যাতে আমরা আমাদের মস্তকে আপনার পাদপদ্মে অবজ্ঞাভরে প্রদত্ত তুলসীমালাটি বহন করতে পারি। আমরা সমস্ত রকম জাগতিক সম্পর্কগুলি পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত।

তাৎপর্য

রাস নৃত্যের প্রারম্ভে ভগবান কৃষ্ণ যখন গোপীদের গৃহে ফিরে যেতে বলেছিলেন (*ভাগবত* ১০/২৯/৩১) তখন গোপীরা যা বলেছিলেন, এখানে ব্রাহ্মণ-পত্নীগণও প্রায় সেই একই কথা বলেছেন। এই শ্লোকের মতো গোপীরাও *মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসম্* এই বলে তাঁদের বর্ণনা শুরু করেছিলেন।

নিগম বলতে বৈদিক সাহিত্যকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের পাদপদ্মে যিনি আত্মসমর্পণ করেন তিনি আর জড় জগতে ফিরে যান না। তাই ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ ভগবানের কাছে নিবেদন করেছিলেন যে, যেহেতু

তাঁরা তাঁর শরণাগত, অতএব তাঁদেরকে তাঁদের জড়বাদী পতিদের কাছে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান তাঁর পক্ষে উচিত হয়নি।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, শ্রীকৃষ্ণ হয়ত ব্রাহ্মণ-পত্নীদের নির্দেশ করেছেন, "তোমরা যুবতী স্ত্রীরা সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত, তাই সামান্য একজন গোপবালকের চরণে তোমরা কিভাবে আত্মসমর্পণ করতে পার?"

তখন স্ত্রীগণ হয়ত উত্তর দিয়েছেন, "যেহেতু আমরা ইতিমধ্যেই আপনার পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করেছি এবং যেহেতু আমরা আপনার দাসী হওয়ার কামনা করি, তাই স্বাভাবিকভাবেই আমরা তথাকথিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সদস্যরূপে কোনও মিথ্যা পরিচয় পোষণ করছি না। আমাদের কথা থেকে আপনি সহজেই তা নিরূপণ করতে পারেন।"

শ্রীকৃষ্ণ হয়ত উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি একজন গোপবালক এবং গোপীরা আমার প্রকৃত দাসী বা বান্ধবী।"

সেই পত্নীগণ হয়ত উত্তর দিয়েছিলেন, "সত্যি, তাঁরা তাই থাকুন। ব্রাহ্মণ রমণীগণকে আপনার দাসীতে পরিণত করার জন্য আপনার স্বজনগণের সম্মুখে আপনাকে যদি বিব্রত হতে হয়, তা হলে তাঁরা আরও উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করুন। আমরা অবশ্যই আপনাকে বিব্রত করতে চাই না। আমরা আপনার গ্রামে না গিয়ে বরং বনের অধিষ্ঠাত্রীদেবী রূপে বৃন্দাবনেই অবস্থান করব। আপনার সঙ্গে সামান্যতম সম্পর্কের মাধ্যমেও আমাদের জীবন সার্থক করার জন্য আমরা শুধু কামনা করি।"

এভাবেই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের চিন্ময় অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা আমরা অবগত হচ্ছি যে, কেবলমাত্র কৃষ্ণের পাদপদ্ম হতে পতিত অথবা কৃষ্ণ যখন তাঁর সখীদের আলিঙ্গন করতেন সেই সময়ে সখীগণের পদদলিত তুলসীপত্র গ্রহণ করে ব্রাহ্মণপত্নীগণ দূরেই অবস্থান করতে চেয়েছিলেন। স্ত্রীগণ সেই সকল তুলসীপত্র তাঁদের মস্তকে ধারণ করতে চেয়েছিলেন। এভাবেই কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখী অথবা দাসী হওয়ার কামনা ত্যাগ করে (যে পদটি অর্জন করা দুরূহ বলে তাঁরা জানতেন), তরুণী ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ কেবল বৃন্দাবনের অরণ্যে থাকবার প্রার্থনা করেছিলেন। কৃষ্ণ যদি তাঁদের জিজ্ঞাসা করতেন, "তা হলে তোমাদের পরিবারের লোকেরা কি বলবে?" তাঁরা হয়ত জবাব দিতেন, "আমাদের তথাকথিত আত্মীয়স্বজনকে আমরা ইতিমধ্যেই অতিক্রম করেছি কারণ আমরা স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান আপনাকে মুখোমুখি দর্শন করছি।"

শ্লোক ৩০

গৃহ্ণন্তি নো ন পতয়ঃ পিতরৌ সুতা বা
ন ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ কুত এব চান্যে ।
তস্মাদ্ ভবৎপ্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো
নান্যা ভবেদ্ গতিররিন্দম তদ্ বিধেহি ॥ ৩০ ॥

গৃহ্ণন্তি—তাঁরা গ্রহণ করবে; **নঃ**—আমাদের; **ন**—না; **পতয়ঃ**—আমাদের পতিগণ; **পিতরৌ**—পিতৃবর্গ; **সুতাঃ**—সন্তানগণ; **বা**—অথবা; **ন**—না; **ভ্রাতৃ**—ভ্রাতাগণ; **বন্ধু**—অন্যান্য আত্মীয়স্বজন; **সুহৃদঃ**—এবং বন্ধুগণ; **কুতঃ**—তবে কিভাবে; **এব**—বস্তুত; **চ**—এবং; **অন্যে**—অন্যান্য জন; **তস্মাৎ**—সুতরাং; **ভবৎ**—আপনার; **প্রপদয়োঃ**—চরণাগ্রে; **পতিত**—পতিত; **আত্মনাম্**—যাঁদের দেহ; **নঃ**—আমাদের জন্য; **ন**—না; **অন্যা**—অন্য কোনও; **ভবেৎ**—হতে পারে; **গতিঃ**—গতি; **অরিন্দম্**—হে শত্রু দমনকারী; **তৎ**—তা; **বিধেহি**—দয়া করে আমাদের প্রদান করুন।

অনুবাদ

আমাদের পতি, পিতা, সন্তান, ভ্রাতা, আন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুগণ আমাদের আর ফিরিয়ে নেবে না, তা হলে অন্য কে আর আমাদের আশ্রয় দিতে ইচ্ছুক হবে? অতএব, হে অরিন্দম, যেহেতু আমরা আপনার চরণকমলে পতিত হয়েছি এবং আমাদের অন্য আর কোনও গতি নেই, দয়া করে আমাদের বাসনা অনুমোদন করুন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এভাবে মন্তব্য করেছেন—"প্রথম যুবতীকাল থেকেই ব্রাহ্মণ-পত্নীরা বৃন্দাবনের গ্রামের মহিলাদের কাছ থেকে এবং ফুলওয়ালী, সুপারি বিক্রেতা ও অন্যান্যদের কাছ থেকেও শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য, গুণ ও মাধুর্য সম্বন্ধে শ্রবণ করেছিলেন। ফলে তাঁরা সর্বদাই কৃষ্ণের জন্য প্রেমময়ী ভাব অনুভব করতেন এবং গৃহস্থালি কর্মে অমনোযোগী ছিলেন। তাঁদের অমনোযোগী দর্শন করে তাঁদের পতিগণ সন্দেহ করতে লাগলেন এবং যতদূর সম্ভব তাঁদের এড়িয়ে যেতে লাগলেন। এখন ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের তথাকথিত পরিবার ও প্রতিবেশীদের পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন এবং অত্যন্ত আকুল হয়ে ক্রন্দন করতে করতে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে তাঁদের মস্তক স্থাপন করে প্রণাম নিবেদন করেছিলেন। এভাবেই, রুদ্ধকণ্ঠে তাঁরা উপরোক্ত শ্লোকটি বলেছিলেন। তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের এই বর প্রদান করুন যাতে তিনিই তাঁদের একমাত্র গতি হন

এবং শত্রু দমনকারী তিনি যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হবার প্রতিবন্ধক-স্বরূপ তাঁদের সকল শত্রুদের দমন করেন।"

ব্রাহ্মণ-পত্নীরা কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে চেয়েছিলেন এবং ভগবৎ প্রেমের এই ভাবটিই হচ্ছে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃত।

শ্লোক ৩১

শ্রীভগবানুবাচ

পতয়ো নাভ্যসূয়েরন্ পিতৃভ্রাতৃসুতাদয়ঃ ।
লোকাশ্চ বো ময়োপেতা দেবা অপ্যনুমন্বতে ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **পতয়ঃ**—তোমাদের পতিগণ; **ন অভ্যসূয়েরন্**—শত্রুতা অনুভব করবে না; **পিতৃ-ভ্রাতৃ-সুত-আদয়ঃ**—তোমাদের পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও অন্যেরা; **লোকাঃ**—সাধারণ মানুষ; **চ**—ও; **বঃ**—তোমাদের প্রতি; **ময়া**—আমার দ্বারা; **উপেতাঃ**—উপদিষ্ট; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **অপি**—এমন কি; **অনুমন্বতে**—মান্য করেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিলেন—তোমাদের পতিগণ এমন কি তোমাদের পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন বা সাধারণ মানুষজন তোমাদের প্রতি শত্রুতা ভাবাপন্ন হবে না, নিশ্চিত থেক। আমি নিজেই এই অবস্থাটি সম্বন্ধে তাদের উপদেশ প্রদান করব। অবশ্য, দেবতারাও তাঁদের অনুমোদন ব্যক্ত করবেন।

শ্লোক ৩২

ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ ।
তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ ॥ ৩২ ॥

ন—না; **প্রীতয়ে**—সন্তুষ্টির জন্য; **অনুরাগায়**—প্রীতিপূর্ণ আকর্ষণের জন্য; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অঙ্গ-সঙ্গঃ**—দৈহিক সঙ্গ; **নৃণাম্**—মানুষের জন্য; **ইহ**—এই জগতে; **তৎ**—অতএব; **মনঃ**—তোমাদের মন; **ময়ি**—আমার প্রতি; **যুঞ্জানাঃ**—নিবিষ্ট করে; **অচিরাৎ**—অতি শীঘ্রই; **মাম্**—আমাকে; **অবাপ্স্যথ**—তোমরা প্রাপ্ত হবে।

অনুবাদ

আমার দৈহিক সাহচর্যে তোমাদের মর্যাদা অবশ্যই এই জগতের মানুষদের সন্তুষ্ট করবে না, আমার প্রতি প্রেম বিকশিত করার জন্য তোমাদের পক্ষে এটি শ্রেষ্ঠ পন্থাও নয়। বরং, আমার প্রতি তোমাদের মন নিবিষ্ট কর, তা হলে অতি শীঘ্রই তোমরা আমাকে লাভ করবে।

তাৎপর্য

ভগবান নির্দেশ করেছেন যে, সাধারণ মানুষেরা বাহ্যত গোপবালকরূপে আবির্ভূত ভগবান কৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত পত্নীগণের মধ্যে প্রেমময়ী সম্পর্ক সঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না। তা ছাড়া, বিরহের মধ্য দিয়েই ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের নিজস্ব প্রেম ও ভক্তি কার্যকরীরূপে বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে, তাঁরা যদি সর্বক্ষণ তাঁদের মন কৃষ্ণের প্রতি নিবিষ্ট রাখে এবং এভাবেই তাঁদের সারা জীবন ধরে যে পন্থাটির অনুশীলন তাঁরা করছিলেন তা যদি চলতে থাকে, তা হলে সর্বতোভাবে সেটিই উত্তম। ভগবান এবং তাঁর অনুমোদিত প্রতিনিধি সদ্‌গুরু দক্ষতার সঙ্গে ভগবৎ-ভক্তদের বিভিন্ন ধরনের সেবায় নিযুক্ত করেন যাতে তাঁরা সকলে শীঘ্রই তাঁর চরণকমলে ফিরে যেতে পারেন।

শ্লোক ৩৩

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্তনাৎ ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্ ॥ ৩ ॥

শ্রবণাৎ—শ্রবণ দ্বারা; **দর্শনাৎ**—বিগ্রহরূপ দর্শনের দ্বারা; **ধ্যানাৎ**—ধ্যানের দ্বারা; **ময়ি**—আমার জন্য; **ভাবঃ**—প্রেম; **অনুকীর্তনাৎ**—আমার নাম ও গুণ কীর্তনের দ্বারা; **ন**—না; **তথা**—একইভাবে; **সন্নিকর্ষেণ**—নিকটে অবস্থানের দ্বারা; **প্রতিযাত**—ফিরে যাও; **ততঃ**—অতএব; **গৃহান্**—তোমাদের গৃহে।

অনুবাদ

আমার সম্বন্ধে শ্রবণ, আমার বিগ্রহরূপ দর্শন, আমাকে ধ্যান ও আমার নাম ও গুণমহিমা কীর্তনের ফলে আমার প্রতি যে প্রেম বিকশিত হয়, তা আমার সন্নিকটে অবস্থানের দ্বারা হয় না। অতএব তোমাদের গৃহে ফিরে যাও।

শ্লোক ৩৪

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তা দ্বিজপত্ন্যস্তা যজ্ঞবাটং পুনর্গতাঃ ।
তে চানসূয়বস্তাভিঃ স্ত্রীভিঃ সত্রমপারয়ন্ ॥ ৩৪ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এরূপ কথা; **উক্তাঃ**—বললে; **দ্বিজ-পত্ন্যঃ**—ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ; **তাঃ**—তাঁরা; **যজ্ঞ-বাটম্**—যজ্ঞস্থলে; **পুনঃ**—পুনরায়; **গতাঃ**—গমন করলেন; **তে**—তাঁরা, তাঁদের পতিগণ; **চ**—ও; **অনসূয়বঃ**—শত্রু ভাবাপন্ন না হয়ে; **তাভিঃ**—তাঁদের সঙ্গে; **স্ত্রীভিঃ**—তাঁদের পত্নীগণ; **সত্রম্**—যজ্ঞানুষ্ঠান; **অপারয়ন্**—তাঁরা সম্পূর্ণ করলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এভাবেই আদিষ্ট হয়ে, ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ যজ্ঞস্থলে ফিরে গেলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁদের স্ত্রীদের কোনরূপ দোষ দেখতে পেলেন না এবং পত্নীদের সঙ্গে তাঁরা যজ্ঞ সম্পূর্ণ করলেন।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ মান্য করে তাঁদের পতিগণের যজ্ঞস্থলে ফিরে গিয়েছিলেন, কিন্তু গোপীগণ কৃষ্ণের কাছ থেকে গৃহে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ পেলেও, পূর্ণিমার রাত্রিতে তাঁর সঙ্গে নৃত্য করার জন্য বনে অবস্থান করেছিলেন। গোপীগণ ও ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ উভয়েই শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৫

তত্রৈকা বিধৃতা ভর্ত্রা ভগবন্তং যথাশ্রুতম্ ।
হৃদোপগুহ্য বিজহৌ দেহং কর্মানুবন্ধনম্ ॥ ৩৫ ॥

তত্র—সেখানে; **একা**—তাঁদের একজন; **বিধৃতা**—বলপূর্বক অবরুদ্ধ হয়েছিলেন; **ভর্ত্রা**—তাঁর পতির দ্বারা; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **যথা-শ্রুতম্**—অন্যদের কাছ থেকে তাঁর সম্বন্ধে যেমন তিনি শ্রবণ করেছিলেন; **হৃদা**—তাঁর হৃদয়ের অভ্যন্তরে; **উপগুহ্য**—আলিঙ্গন করে; **বিজহৌ**—তিনি পরিত্যাগ করলেন; **দেহম্**—তাঁর জড় দেহটি; **কর্ম-অনুবন্ধনম্**—যা কেবলমাত্র জাগতিক কার্যকলাপের বন্ধনের ভিত্তিস্বরূপ।

অনুবাদ

সেখানে একজন স্ত্রী তাঁর পতির দ্বারা বলপূর্বক অবরুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি যখন অন্যদের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা শ্রবণ করলেন, তখন তিনি তাঁর হৃদয়ের অন্তস্তলে তাঁকে আলিঙ্গন করে জাগতিক কার্যকলাপের বন্ধনস্বরূপ তাঁর জড় দেহটি পরিত্যাগ করলেন।

তাৎপর্য

এখানে যে স্ত্রীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশেষভাবে আত্মসমর্পিত ছিলেন। তাঁর জড় দেহটি ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হলেন এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে যজ্ঞস্থল ত্যাগ করেন।

শ্লোক ৩৬

ভগবানপি গোবিন্দস্তেনৈবান্নেন গোপকান্ ।
চতুর্বিধেনাশয়িত্বা স্বয়ং চ বুভুজে প্রভুঃ ॥ ৩৬ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; অপি—ও; গোবিন্দঃ—শ্রীগোবিন্দ; তেন—সেই; এব—একই; অন্নেন—অন্নের দ্বারা; গোপকান্—গোপবালকদের; চতুঃ-বিধেন—চার রকমের; অশয়িত্বা—ভোজন করিয়ে; স্বয়ম্—নিজে; চ—ও; বুভুজে—ভোজন করলেন; প্রভুঃ—সর্বশক্তিমান।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ সেই চতুর্বিধ অন্নের দ্বারা গোপবালকদের ভোজন করালেন। তার পর সর্বশক্তিমান ভগবান স্বয়ং সেই অন্ন ভোজন করলেন।

শ্লোক ৩৭

এবং লীলানরবপুর্নৃলোকমনুশীলয়ন্ ।
রেমে গোগোপগোপীনাং রময়ন্ রূপবাক্কৃতৈঃ ॥ ৩৭ ॥

এবম্—এভাবেই; লীলা—লীলাবিলাসের জন্য; নর—মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হয়ে; বপুঃ—যাঁর অপ্রাকৃত দেহ; নৃ-লোকম্—মানব-সমাজের; অনুশীলয়ন্—অনুকরণ করে; রেমে—তিনি আনন্দ লাভ করেছিলেন; গো—গাভীদের; গোপ—গোপবালকদের; গোপীনাম্—গোপবালিকাদের; রময়ন্—আনন্দ বিধান করে; রূপ—তাঁর সৌন্দর্য; বাক্—বচন; কৃতৈঃ—ও কার্যের দ্বারা।

অনুবাদ

এভাবেই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর লীলাবিলাস সম্পাদনের জন্য মানুষের মতো আবির্ভূত হয়ে মানব-সমাজের আচরণ অনুকরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর সৌন্দর্য, বচন ও কার্যকলাপের দ্বারা তাঁর গাভী, গোপসখা ও গোপবালিকাদের সন্তুষ্ট করে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৮

অথানুস্মৃত্য বিপ্রাস্তে অন্বতপ্যন্ কৃতাগসঃ ।
যদ্ বিশ্বেশ্বরয়োর্যাচ্ঞামহন্ম নৃবিড়ম্বয়োঃ ॥ ৩৮ ॥

অথ—তার পর; অনুস্মৃত্য—তাঁদের চেতনা ফিরে পেয়ে; বিপ্রাঃ—ব্রাহ্মণগণ; তে—তাঁরা; অন্বতপ্যন্—অনুতপ্ত হয়েছিলেন; কৃত-অগসঃ—পাপযুক্ত অপরাধ করে; যৎ—

যেহেতু; **বিশ্ব-ঈশ্বরয়োঃ**—জগতের দুই ঈশ্বর কৃষ্ণ ও বলরামের; **যাচ্ঞাম্**—আন্তরিক বিনীত প্রার্থনা; **অহন্ম**—আমরা লঙ্ঘন করেছিলাম; **নৃ-বিড়ম্বয়োঃ**—যাঁরা ছলনাপূর্ণভাবে মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের।

অনুবাদ

তার পর ব্রাহ্মণেরা তাঁদের চেতনা ফিরে পেয়ে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, "আমরা পাপ করেছি, কারণ আমরা জগতের দুই ঈশ্বরের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেছি, যাঁরা ছলনা করে সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ছলনা করতে চাননি—তাঁদের কাছ থেকে তাঁরা অকপটভাবেই অন্ন প্রার্থনা করেছিলেন। বরং, ব্রাহ্মণেরাই নিজেদের প্রতারিত করেছিলেন, যা *নৃবিড়ম্বয়োঃ* এই সংস্কৃত শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে যে, কৃষ্ণ ও বলরাম সাধারণ মানুষের কাছে বিভ্রান্তিকর যে তাঁদেরও মানুষ বলে বিবেচনা করে। তবুও, ব্রাহ্মণ-পত্নীরা যেহেতু ছিলেন ভগবানের মহান ভক্ত, তাই মূর্খ ব্রাহ্মণগণ পারমার্থিক মঙ্গল লাভ করে শেষ পর্যন্ত তাঁদের চেতনা ফিরে পেয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৯

দৃষ্ট্বা স্ত্রীণাং ভগবতি কৃষ্ণে ভক্তিমলৌকিকীম্ ।
আত্মানং চ তয়া হীনমনুতপ্তা ব্যগর্হয়ন্ ॥ ৩৯ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **স্ত্রীণাম্**—তাঁদের পত্নীগণের; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের জন্য; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণ; **ভক্তিম্**—শুদ্ধ ভক্তি; **অলৌকিকীম্**—এই জগতের অতীত; **আত্মানম্**—নিজেদের; **চ**—এবং; **তয়া**—সেই; **হীনম্**—হীন; **অনুতপ্তাঃ**—অনুতপ্ত হয়ে; **ব্যগর্হয়ন্**—তাঁরা নিন্দা করেছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের পত্নীদের শুদ্ধ, অপ্রাকৃত ভক্তি লক্ষ্য করে এবং নিজেদের ভক্তিহীন দর্শন করে, ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত অনুতাপ বোধ করে নিজেদের নিন্দা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৪০

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্ যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্ ।
ধিক্কুলং ধিক্ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥ ৪০ ॥

ধিক্—ধিক; জন্ম—জন্ম; নঃ—আমাদের; ত্রিবৃৎ—তিন প্রকার (পিতার শুক্রজাত জন্ম, ব্রাহ্মণ দীক্ষার জন্ম ও বৈদিক দীক্ষার জন্ম—শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য); যৎ তৎ—যা কিছু; ধিক্—ধিক; ব্রতম্—আমাদের (ব্রহ্মচর্য) ব্রত; ধিক্—ধিক; বহুজ্ঞতাম্—আমাদের বিস্তৃত জ্ঞান; ধিক্—ধিক; কুলম্—আমাদের সম্ভ্রান্ত বংশ; ধিক্—ধিক; ক্রিয়া-দাক্ষ্যম্—আমাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে দক্ষতা; বিমুখাঃ—বিমুখ; যে—যিনি; তু—কিন্তু; অধোক্ষজে—অপ্রাকৃত ভগবানের প্রতি।

অনুবাদ

[ব্রাহ্মণগণ বললেন—] আমাদের ত্রিবিধ জন্ম, আমাদের ব্রহ্মচর্যের ব্রত ও আমাদের বিস্তৃত জ্ঞানে ধিক! ধিক আমাদের সম্ভ্রান্ত বংশ-পরিচয় এবং যজ্ঞের আচার-অনুষ্ঠানে দক্ষতায়! এই সমস্ত কিছুই ধিক কারণ আমরা অধোক্ষজ ভগবানের প্রতি বিমুখ ছিলাম।

তাৎপর্য

উপরের বর্ণনায় যেমন বিশ্লেষণ করা হয়েছে, *ত্রিবৃদ্ জন্ম* শব্দগুলি, অর্থাৎ 'তিন রকমের জন্ম' বলতে ১) দৈহিক জন্ম, ২) ব্রাহ্মণ দীক্ষা, ও ৩) বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য দীক্ষাকে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কেউ পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকলে এই সমস্ত কিছুই নিষ্ফল হয়ে যায়।

শ্লোক ৪১

নূনং ভগবতো মায়া যোগিনামপি মোহিনী ।
যদ্ বয়ং গুরবো নৃণাং স্বার্থে মুহ্যামহে দ্বিজাঃ ॥ ৪১ ॥

নূনম্—বাস্তবিকপক্ষে; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; মায়া—মায়াশক্তি; যোগিনাম্—যোগিগণকে; অপি—এমন কি; মোহিনী—মোহিত করে; যৎ—যেহেতু; বয়ম্—আমরা; গুরবঃ—গুরুগণ; নৃণাম্—সাধারণ সমাজের; স্ব-অর্থে—আমাদের নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে; মুহ্যামহে—মুগ্ধ হয়েছি; দ্বিজাঃ—ব্রাহ্মণগণ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের মায়াশক্তি নিশ্চিতভাবে যোগীদেরও মোহিত করে, তা হলে আমাদের আর কি বলার আছে। ব্রাহ্মণরূপে আমাদের সকল শ্রেণীর মানুষের পারমার্থিক আচার্য বলে মনে করা হয়, তবুও আমাদের নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধেই আমরা মোহিত হয়েছি।

শ্লোক ৪২

অহো পশ্যত নারীণামপি কৃষ্ণে জগদ্‌গুরৌ ।
দুরন্তভাবং যোঽবিধ্যন্মৃত্যুপাশান্ গৃহাভিধান্ ॥ ৪২ ॥

অহো পশ্যত—দর্শন কর; **নারীণাম্**—নারীগণের; **অপি**—ও; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণের জন্য; **জগৎ-গুরৌ**—সমগ্র জগতের গুরু; **দুরন্ত**—অনন্ত; **ভাবম্**—ভক্তি; **যঃ**—যে; **অবিধ্যৎ**—ছিন্ন হয়েছে; **মৃত্যু**—মৃত্যুর; **পাশান্**—বন্ধন; **গৃহ-অভিধান্**—পারিবারিক জীবন নামক।

অনুবাদ

দেখ, এই রমণীগণ সমগ্র জগতের গুরু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের অসীম প্রেম বিকশিত করেছেন! এই প্রেম তাঁদের সেই মৃত্যুবন্ধন—পারিবারিক জীবনের প্রতি তাঁদের আসক্তি ছিন্ন করেছে।

তাৎপর্য

বাহ্যত পতি, পিতা, শ্বশুর ইত্যাদি স্ত্রীগণের গুরু বা শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু স্ত্রীগণ কৃষ্ণভাবনামৃতে শুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, আর পুরুষেরা অজ্ঞতার অন্ধকারে পতিত হয়েছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, গৃহে ফেরার পর স্ত্রীগণ অপ্রাকৃত ভাবের লক্ষণসমূহ প্রদর্শন করেছিলেন, যেমন দেহের কম্পন, অশ্রুবর্ষণ, রোমাঞ্চ, বিবর্ণতা, 'হে প্রাণরমণ, হে কৃষ্ণ' বলে গদ্‌গদ বচনে আকুল ক্রন্দন ইত্যাদি।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও বর্ণনা করেছেন যে, কেউ হয়ত আপত্তি করতে পারে যে, পতি ব্যতীত অন্য কাউকে ভালবাসা স্ত্রীলোকের পক্ষে উপযুক্ত নয়, কিন্তু এখানে পতিগণ নিজেরাই নির্দেশ করেছেন যে, তাঁরা কেবল পারমার্থিক আচার্য ও জগদ্‌গুরু পরমেশ্বর ভগবানের অনুকরণেই গুরু হয়েছেন মাত্র। পতিগণ লক্ষ্য করেছেন যে, কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের অপ্রাকৃত আসক্তির পরিপূর্ণতার ফলে, স্ত্রীগণের গৃহ, পতি, সন্তান ইত্যাদির প্রতি লেশমাত্রও আসক্তি ছিল না। তাই সেই দিন থেকেই পতিরা সেই নারীদের তাঁদের আরাধ্য পারমার্থিক আচার্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং আর কখনও তাঁদেরকে তাঁদের পত্নী বা সম্পত্তি বলে ভাবেননি।

শ্লোক ৪৩-৪৪

নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি ।
ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ ॥ ৪৩ ॥

তথাপি হ্যুত্তমঃশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে ।
ভক্তির্দৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি ॥ ৪৪ ॥

ন—হয়নি; **আসাম্**—তাঁদের; **দ্বিজাতি-সংস্কারঃ**—উপনয়ন সংস্কার; **ন**—না; **নিবাসঃ**—বাসস্থান; **গুরৌ**—গুরুর আশ্রমে (অর্থাৎ, ব্রহ্মচারীরূপে শিক্ষা); **অপি**—এমন কি; **ন**—না; **তপঃ**—তপচর্যার অনুষ্ঠান; **ন**—না; **আত্ম-মীমাংসা**—আত্মার বাস্তবতা সম্বন্ধে দার্শনিক অনুসন্ধান; **ন**—না; **শৌচম্**—শৌচাচার; **ন**—না; **ক্রিয়াঃ**—ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান; **শুভাঃ**—পুণ্য; **তথা অপি**—তবুও; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **উত্তমঃ-শ্লোক**—যাঁর মহিমা বেদের উৎকৃষ্ট মন্ত্রসমূহের দ্বারা কীর্তিত হয়; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণের জন্য; **যোগ-ঈশ্বর-ঈশ্বরে**—সকল যোগেশ্বরেরও ঈশ্বর; **ভক্তিঃ**—শুদ্ধ ভগবৎ-ভক্তি; **দৃঢ়া**—দৃঢ়; **ন**—না; **চ**—পক্ষান্তরে; **অস্মাকম্**—আমাদের; **সংস্কার-আদি-মতাম্**—যাঁরা এই প্রকার শুদ্ধিকরণ ইত্যাদির অধিকারী; **অপি**—এমন কি যদিও।

অনুবাদ

এই নারীগণের কখনও উপনয়নাদি সংস্কার হয়নি, তারা ব্রহ্মচারীরূপে গুরুর আশ্রমে বাস করেনি, তারা কোনও তপশ্চর্যার অনুষ্ঠান করেনি, তারা আত্মার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করেনি, শৌচাচার অথবা পুণ্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানেও যুক্ত নয়, তবুও উত্তমশ্লোক ও যোগেশ্বরেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের দৃঢ় ভক্তি রয়েছে। পক্ষান্তরে, এই সমস্ত প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেও ভগবানের প্রতি আমাদের এরূপ ভক্তি নেই।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুযায়ী, পতিগণ জানতেন না যে, তাঁদের পত্নীগণ মাঝে মধ্যে বৃন্দাবনবাসীদের সঙ্গ লাভ করেছিলেন, যেমন ফুলওয়ালী এবং কৃষ্ণের সৌন্দর্য ও গুণাবলী শ্রবণ করেছিলেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণের সান্নিধ্যে তাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ ও কীর্তনের ফলেই এই ভক্তি বিকশিত হয়েছিল, সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে ব্রাহ্মণগণ তাঁদের পত্নীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তিতে বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৫

ননু স্বার্থবিমূঢ়ানাং প্রমত্তানাং গৃহেহয়া ।
অহো নঃ স্মারয়ামাস গোপবাক্যৈঃ সতাং গতিঃ ॥ ৪৫ ॥

ননু—বস্তুত; **স্ব-অর্থ**—তাঁদের নিজেদের প্রকৃত লাভ; **বিমূঢ়ানাম্**—যাঁরা বিমূঢ় ছিলেন; **প্রমত্তানাম্**—যাঁরা প্রমত্ত ছিলেন; **গৃহ-ঈহয়া**—তাঁদের গৃহস্থালি সংক্রান্ত প্রচেষ্টার দ্বারা;

অহো—হায়; **নঃ**—আমাদের; **স্মারয়াম্ আস**—তিনি স্মরণ করিয়েছিলেন; **গোপ-বাক্যৈঃ**—গোপগণের বাক্যের দ্বারা; **সতাম্**—সজ্জনগণের; **গতিঃ**—পরম গতি।

অনুবাদ

বাস্তবিকই, আমরা গৃহ সংক্রান্ত বিষয়ে মোহিত থাকার ফলে, আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হয়েছি। কিন্তু এখন দেখুন এই সরল গোপবালকদের বাক্যের মাধ্যমে কিভাবে ভগবান প্রকৃত সজ্জনগণের পরম গতি আমাদের স্মরণ করিয়েছেন।

শ্লোক ৪৬

অন্যথা পূর্ণকামস্য কৈবল্যাদ্যাশিষাং পতেঃ ।
ঈশিতব্যৈঃ কিমস্মাভিরীশস্যৈতদ্ বিড়ম্বনম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্যথা—অন্যথা; **পূর্ণ-কামস্য**—যাঁর সম্ভাব্য প্রত্যেকটি অভিলাষ পরিপূর্ণ হয় তাঁর; **কৈবল্য**—মুক্তির; **আদি**—এবং অন্যান্য; **আশিষাম্**—আশীর্বাদসমূহ; **পতেঃ**—বিধাতা; **ঈশিতব্যৈঃ**—যাঁরা নিয়ন্ত্রিত হন তাঁদের সঙ্গে; **কিম্**—কি; **অস্মাভিঃ**—আমাদের সঙ্গে; **ঈশস্য**—যিনি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী তাঁর; **এতৎ**—এই; **বিড়ম্বনম্**—ছল।

অনুবাদ

অন্যথায়, যাঁর প্রতিটি বাসনা ইতিপূর্বেই পূর্ণ হয় এবং যিনি মুক্তি ও অন্য সমস্ত আশীর্বাদসমূহের বিধাতা সেই পরম নিয়ন্তা কেন তাঁর দ্বারা সকল সময়ে নিয়ন্ত্রিত আমাদের সঙ্গে ছলনা করবেন?

তাৎপর্য

যদিও শ্রীকৃষ্ণ পরমতত্ত্ব, তবু তিনি বিনীতভাবে তাঁর গোপসখাদের ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে অন্ন প্রার্থনা করতে পাঠিয়েছিলেন। তা করার মাধ্যমে, তিনি ব্রাহ্মণদের মূঢ় অহমিকা প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁদের পত্নীদের তাঁর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণে আকর্ষিত করে তাঁর নিজের অপ্রাকৃত সৌন্দর্যের গুণমহিমা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

শ্লোক ৪৭

হিত্বান্যান্ ভজতে যং শ্রীঃ পাদস্পর্শাশয়াসকৃৎ ।
স্বাত্মদোষাপবর্গেণ তদ্‌যাচ্ঞা জনমোহিনী ॥ ৪৭ ॥

হিত্বা—পরিত্যাগ করে; **অন্যান্**—অন্যদের; **ভজতে**—উপাসনা করেন; **যম্**—যেই ভগবানকে; **শ্রীঃ**—ভাগ্যদেবী; **পাদ-স্পর্শ**—তাঁর পাদপদ্ম স্পর্শের জন্য; **আশয়া**—

আশা করে; আসকৃৎ—নিরন্তর; স্ব-আত্ম—তাঁর নিজের; দোষ—দোষ (চঞ্চলতা ও গর্বের); অপবর্গেণ—পরিহার করে; তৎ—তাঁর; যাচ্ঞা—প্রার্থনা; জন—সাধারণ মানুষের কাছে; মোহিনী—মুগ্ধকারী।

অনুবাদ

তাঁর পাদপদ্ম স্পর্শের আশায়, অন্য সকলকে পরিত্যাগ করে এবং তাঁর গর্ব ও চাঞ্চল্য পরিহার করে লক্ষ্মীদেবী নিরন্তর কেবল তাঁরই উপাসনা করেন। আর সেই তিনি প্রার্থনা করছেন তা প্রত্যেকের কাছে নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর।

তাৎপর্য

স্বয়ং ভাগ্যদেবীরও যিনি পরম বিধাতা, তাঁকে নিশ্চয়ই অন্নের জন্য প্রার্থনা করতে হয় না, যা এখানে ব্রাহ্মণগণের দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে, অবশেষে যাঁদের প্রকৃত চিন্ময় বুদ্ধিমত্তা প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্লোক ৪৮-৪৯

দেশঃ কালঃ পৃথগ্ দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ ।
দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্ধর্মশ্চ যন্ময়ঃ ॥ ৪৮ ॥
স এব ভগবান্ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুর্যোগেশ্বরেশ্বরঃ ।
জাতো যদুষ্বিত্যাশৃণ্ম হ্যপি মূঢ়া ন বিদ্মহে ॥ ৪৯ ॥

দেশঃ—স্থান; কালঃ—কাল; পৃথক্ দ্রব্যম্—বিবিধ দ্রব্য; মন্ত্র—বৈদিক স্তোত্র; তন্ত্র—নির্দেশিত আচারসমূহ; ঋত্বিজঃ—পুরোহিত; অগ্নয়ঃ—এবং যজ্ঞাগ্নি; দেবতা—অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; যজমানঃ—যজমান; চ—এবং; ক্রতুঃ—নৈবেদ্য; ধর্মঃ—পুণ্যফল; চ—এবং; যৎ—যাঁর; ময়ঃ—স্বরূপ; সঃ—তিনি; এব—বস্তুত; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; সাক্ষাৎ—প্রত্যক্ষভাবে; বিষ্ণুঃ—শ্রীবিষ্ণু; যোগ-ঈশ্বর-ঈশ্বরঃ—সমস্ত যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর; জাতঃ—জন্মগ্রহণ করেছেন; যদুষু—যদুবংশে; ইতি—এভাবেই; আশৃণ্ম—আমরা শ্রবণ করেছি; হি—নিশ্চিতরূপে; অপি—তবুও; মূঢ়াঃ—মূর্খ; ন বিদ্মহে—আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি।

অনুবাদ

পবিত্র স্থান, কাল, বিবিধ দ্রব্য, বৈদিক মন্ত্র, নির্দেশিত আচারসমূহ, পুরোহিত, যজ্ঞাগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞের নৈবেদ্য ও প্রাপ্ত পুণ্য-ফলসমূহ—যজ্ঞের সমস্ত কিছুই কেবল তাঁর ঐশ্বর্যের প্রকাশ মাত্র। যদিও আমরা শ্রবণ করেছি যে, সমস্ত

যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু যদুকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন, তবু আমরা এতই মূঢ় ছিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং তিনি তা আমরা চিনতে পারিনি।

শ্লোক ৫০

তস্মৈ নমো ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে ।
যন্মায়ামোহিতধিয়ো ভ্রমামঃ কর্মবর্ত্মসু ॥ ৫০ ॥

তস্মৈ—তাঁকে; নমঃ—প্রণাম; ভগবতে—পরমেশ্বর ভগবান; কৃষ্ণায়—শ্রীকৃষ্ণকে; অকুণ্ঠ-মেধসে—যাঁর বুদ্ধিমত্তা কখনই সীমাবদ্ধ করা যায় না; যৎ-মায়া—যাঁর মায়াশক্তির দ্বারা; মোহিত—মুগ্ধ; ধিয়ঃ—যাঁর মন; ভ্রমামঃ—আমরা ভ্রমণ করছি; কর্ম-বর্ত্মসু—সকাম কর্মমার্গে।

অনুবাদ

আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করি। তাঁর বুদ্ধিমত্তা কখনই মোহগ্রস্ত হয় না, বরং আমরাই তাঁর মায়াশক্তিতে বিভ্রান্ত হয়ে, কেবলমাত্র সকাম কর্মমার্গে ভ্রমণ করছি।

শ্লোক ৫১

স বৈ ন আদ্যঃ পুরুষঃ স্বমায়ামোহিতাত্মনাম্ ।
অবিজ্ঞাতানুভাবানাং ক্ষন্তুমর্হত্যতিক্রমম্ ॥ ৫১ ॥

সঃ—তিনি; বৈ—বাস্তবিকপক্ষে; নঃ—আমাদের; আদ্যঃ—আদি; পুরুষঃ—পরমেশ্বর ভগবান; স্ব-মায়া-মোহিত-আত্মনাম্—তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা যাঁদের মন মোহগ্রস্ত হয়েছে তাঁদের; অবিজ্ঞাত—যাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি; অনুভাবানাম্—তাঁর প্রভাব; ক্ষন্তুম্—ক্ষমা করা; অর্হতি—উচিত; অতিক্রমম্—অপরাধ।

অনুবাদ

আমরা শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির দ্বারা মোহিত ছিলাম, তাই আদিপুরুষ ভগবানরূপে তাঁর প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। এখন আমরা আশা করি, কৃপা করে তিনি আমাদের অপরাধ মার্জনা করবেন।

শ্লোক ৫২

ইতি স্বাঘমনুস্মৃত্য কৃষ্ণে তে কৃতহেলনাঃ ।
দিদৃক্ষবো ব্রজমথ কংসাদ্ ভীতা ন চাচলন্ ॥ ৫২ ॥

ইতি—এভাবেই; **স্ব-অঘম্**—তাঁদের নিজেদের অপরাধ; **অনুস্মৃত্য**—স্মরণ করে; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **তে**—তাঁরা; **কৃত-হেলনাঃ**—অবজ্ঞা প্রদর্শন করে; **দিদৃক্ষবঃ**—দর্শনে অভিলাষী হয়ে; **ব্রজম্**—নন্দ মহারাজের গ্রামে; **অথ**—তার পর; **কংসাৎ**—কংসের; **ভীতাঃ**—ভয়ে; **ন**—না; **চ**—ও; **অচলন্**—তাঁরা গমন করলেন।

অনুবাদ

এভাবেই কৃষ্ণকে অবহেলার দ্বারা কৃত পাপ স্মরণ করে, তাঁকে দর্শনের জন্য তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহী হলেন। কিন্তু রাজা কংসের ভয়ে তাঁরা ব্রজে গমন করতে সাহস করলেন না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের অপরাধ হৃদয়ঙ্গম করে এবং অবশেষে তাঁর সর্বশক্তিমান অবস্থান উপলব্ধি করে, স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণগণ ব্রজে ছুটে গিয়ে ভগবানের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা ভীত হয়েছিলেন যে, কংসের চরগণ যখন খবর দেবে যে, তাঁরা কৃষ্ণের কাছে গেছেন, তখন কংস অবশ্যই তাঁদের হত্যা করবে। ব্রাহ্মণ-পত্নীরা কৃষ্ণভাবনামৃতের ভাবের আবেশে মগ্ন ছিলেন আর তাই তাঁরা যে-কোনও ভাবেই হোক কৃষ্ণের কাছে গিয়েছিলেন, ঠিক যেমন গোপীগণ কেবলমাত্র ভগবানের সঙ্গে নৃত্য করার জন্য বন্য প্রাণীসঙ্কুল অরণ্যের মধ্য দিয়ে গভীর রাত্রিতে বিচরণ করেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা সেই রকম উন্নত স্তরের কৃষ্ণভাবনাময় ছিলেন না, আর তাই কংসের ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে ভগবানকে মুখোমুখি দর্শন করতে পারেননি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'ব্রাহ্মণ-পত্নীদের প্রতি অনুগ্রহ' নামক ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।